রোমান সাম্রাজ্যের পতনের কারণ।

কোনো একটি রাষ্ট্র বা সাম্রাজ্যের উত্থান আর পতন ইতিহাসের প্রচলিত নিয়ম। ৭৫৩ খ্রীঃ পূর্বে রমুলাস কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত রোম নগরী থেকে গড়ে ওঠা রোমান সাম্রাজ্য এই নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটাতে পারেনি। রোমান সাম্রাজ্যের পতনের কারণ সম্পর্কে দেখা যায়, অষ্টাদশ শতকের ঐতিহাসিকদের ভিন্ন মত লক্ষ্য করা যায়। কেউ খ্রিস্টান ধর্মের আবির্ভাব আর রোমান ঐতিহাসিক গিবন তাঁর গ্রন্থে রোমান সাম্রাজ্যের পতনের মূল অন্যতম কারণ হিসেবে আভ্যন্তরীণ ক্ষয় ও বর্বর জাতির আক্রমণকে চিহ্নিত করেছেন। তবে উত্তর আর দক্ষিণ দিক থেকে আসা বর্বর জাতির আক্রমণেই রোমান সাম্রাজ্যের পতনের মূল কারণ। নিচে সংক্ষেপে উল্লেখযোগ্য কারণগুলি, রোমান সাম্রাজ্যের পতনের আলোচনা করা হল।

(১) শক্তিশালী কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের অভাব: যেকোনো সময় সাম্রাজ্য যদি শক্তিশালী হলে, সাম্রাজ্যের স্থায়িত্ব আর দুর্বল কেন্দ্রীয় শক্তির যদি একটি নিয়ত পরিবর্তন। কিন্তু রোমান সাম্রাজ্যে সেরূপ নিয়মের তৃতীয় শতাব্দীর সংকটে কালক্রমে সম্রাটগণ ক্ষমতার দুর্বল অপদার্থ আর অযোগ্য ছিলেন যে কেন্দ্রীয় দুর্বলতা সুযোগ গ্রহণ করে সৈন্যবাহিনী অন্যান্য সামরিক অধিনায়কগণ বা হত্যা করে নতুন সম্রাট নিযুক্ত করে সাম্রাজ্যে রাজনৈতিক অস্থিরতার সৃষ্টি করেছিল। কেন্দ্রীয় শক্তির দুর্বলতা আর অদূরদর্শিতার কারণে তৃতীয় শতাব্দীতে রোমান সাম্রাজ্যে অরাজকতা দেখা দেয় আর সম্রাট একের পর এক আক্রমণ [illegible] বিকাশ আর আঞ্চলিকতাবাদের উত্থান ঘটে। আঞ্চলিকতাবাদের উত্থান সাম্রাজ্যের ঐক্য বিনষ্ট করেছিল এবং কেন্দ্রীয় সরকার [illegible] পারেনি যা আঞ্চলিকতাবাদের প্রবণতাই সাম্রাজ্যকে ক্রমশ দুর্বল দিকে ঠেলে দেয় আর পতনকে ত্বরান্বিত করেছিল।

অবশেষে রোমান সম্রাট ডায়োক্লেটিয়ান সাম্রাজ্যের শাসন ব্যবস্থায় সাম্রাজ্যকে পূর্ব আর পশ্চিম এই দুই অংশে বিভক্ত করে দুই অংশে দুজন শাসক নিযুক্ত করেন। এতে বিভাজন প্রক্রিয়ায় শাসন ব্যবস্থা সহজ করে তুলেছিল যদিও ঐ সাম্রাজ্যকে ঐক্যবদ্ধ রাখতে ব্যর্থ হয়েছিল। কারণ দুই অংশের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি হয়। পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্য অপেক্ষাকৃত দুর্বল হয়ে পড়ে আর পূর্ব অংশ তুলনায় অর্থনৈতিক উন্নতি লাভ করে। পশ্চিম সাম্রাজ্য ক্রমাগত দুর্বল হয়ে ৪৭৬ খ্রীঃ-তে পতন ঘটেছিল।

রোমান সামরিক বাহিনীর দুর্বলতা ও বিদেশি ভাড়াটে সৈন্য— প্রাচীন রোমের সামরিক বাহিনী সাধারণত নিজেদের অতি শক্তিশালী সৈন্যদল নিয়ে পরিগণিত ছিলেন; কিন্তু তৃতীয় শতাব্দীতে সাম্রাজ্যের সৈন্যদল বৃদ্ধি পাওয়ায় বর্বরদের নিয়ে গঠিত জার্মান জাতিগুলোর থেকে অনেক সেনাসদস্য গ্রহণ করা হয়েছিল। উপরন্তু সময় রোমান শাসকদের প্রতি আনুগত্যের অভাব এবং অতিরিক্ত বেতনের প্রতিশ্রুতি চাইত যে পরে যে রোমান সাম্রাজ্যের পতনের প্রত্যক্ষভাবে ভূমিকা যোগায়েছিল।

উন্নত প্রযুক্তিজ্ঞানের অভাব: উন্নত প্রযুক্তিজ্ঞানের অভাবই রোমান সাম্রাজ্যের পতনের কারণ হয়েছিল। অন্যান্য সভ্যতার সময়ে আর জীব-জন্তুর শ্রমের উপর নির্ভরশীল উন্নত সভ্যতা আর যন্ত্রপাতি নির্মাণের জন্য পর্যাপ্ত সামগ্রী যোগান দিতে ব্যর্থ হয়েছিল। সেখানে বহিঃশত্রুর আক্রমণের মুখোমুখি উন্নত প্রযুক্তি আবিষ্কার বা অর্থনৈতিক সুযোগ রোমান সাম্রাজ্য হারিয়ে ফেলেছিল আর সেনাদের সমস্যা সাম্রাজ্যের এক অর্থনৈতিক অবক্ষয়ের পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল।

অর্থনৈতিক কারণ: রোমান সাম্রাজ্যের পতনের আর এক গুরুত্বপূর্ণ কারণ ছিল নিরন্তর যুদ্ধ আর ব্যয়বহুল সেনা। রোমান সাম্রাজ্যে বহিঃশত্রুর আক্রমণ আর প্রতিরক্ষা বিশাল সৈন্যবাহিনীর খরচের কারণে রাজকোষ এক বিশাল অর্থনীতির ক্ষেত্রে সৃষ্টি হল যা পরিচালনা হয়েছিল যে রাষ্ট্র-অর্থনীতি মারাত্মক প্রভাব ফেলেছিল, তাছাড়া, রোমান সাম্রাজ্যের প্রথম দুই শতকে কৃষি, বাণিজ্য এবং উদ্যোগের ক্ষেত্রে সাম্রাজ্যের উন্নতি পরিচালিত এক দীর্ঘকালীন ছিল। কিন্তু তৃতীয় শতাব্দীতে রোমের এক দীর্ঘকালীন অর্থনৈতিক অবক্ষয় আরম্ভ হয়েছিল। এই অবক্ষয়ের ফলে সাম্রাজ্যে উন্নত প্রযুক্তি আর পর্যাপ্ত দাসের অভাবে উৎপাদনে মারাত্মক প্রভাব পড়েছিল। এই অভিজাত জনজাতিগুলোর আগমন, দুর্ভিক্ষ আর বিভিন্ন মহামারীর উৎপাদন ব্যবস্থা উৎপাদনে বিরূপ প্রভাব পড়েছিল।

নৈতিক অবক্ষয়: রোমান সাম্রাজ্যের পতনের আর একটি মূল কারণ ছিল নৈতিকতার পতন, এডাম গিবন্সের মতে, রোমান সাম্রাজ্যের

জীবনশৈলী, সামাজিক মূল্যবোধ, আদর্শ, সংস্কৃতি
পরম্পরা আদি ও ঐতিহ্যের আত্মত্যাগে মোহবস্তুপূর্ণ
ক্রমান্বয়ে নিম্নগামী হয়ে পড়েছিল। মানুষের ছল-চাতুরী
করণীয়-অকরণীয় আদিতে পার্থক্য সীমিত ফেলেছিল।
আর্থিক, অসভ্য, আগন্তুক শক্তি আদি নিয়মে
শাসন কালচেষ্টাতে বৌদ্ধমত বৈশ্যগণ সংখ্যা
অনুসারে উন্নত হতে পারেনি। আত্মমুক্তি আর উপভোগ
কেন্দ্রিক মানুষ বিশেষ প্রাধান্য লাভ
করেছিল। এইসবের ভিতর পুঞ্জিভূত কলুষিত
মানুষ অস্বচ্ছতাতে পতন ঘটেছিল।

21/04/2020